প্রথম আলো

তারিখ: 31 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা ■ গালিব আহসান খান

ছাত্ররাজনীতির আজ আর প্রয়োজন নেই

আজ থেকে এক যুগ আগে, সে সময়ের *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় ১৪ মার্চ ১৯৯৭ আমি লিখেছিলাম, ছাত্র ও রাজনীতি থাকুক পৃথক সত্তায়। আজ ছাত্র ও রাজনীতি না বলে বলব 'ছাত্ররাজনীতি'। সে লেখায় বলেছিলাম যে ছাত্র ও রাজনীতি দুটোই থাকুক কিন্তু থাকুক পৃথকভাবে। আজ এ দুটোকে একত্র করে ছাত্ররাজনীতির কথা বলব এবং বলব যে ছাত্ররাজনীতি আর যেন না থাকে। অর্থাৎ ওটা বিলুপ্ত হয়ে যাক। ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল আমাদের আঁধারের আলো, এখন ওটা হয়ে গেছে আমাদের আলোর আঁধার।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কথা বলি—ওটা আজ ইতিহাস হয়ে আছে গৌরবের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আমাদের দেশের জন্য এটা অনেক গৌরবের বিষয়। কিন্তু এ গৌরব কিসের বিনিময়ে পেয়েছি? রক্তের বিনিময়ে। আমাদের ছাত্রদের রক্তের বিনিময়ে। সেই আঁধারের দিনগুলোতে ছাত্ররাজনীতি আমাদের আলো দিয়েছিল; সেই আলোতেই আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পেরেছি।

সেদিনের সেই ছাত্ররাজনীতির আলোর শিখা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে। আমাদের শার্ট ঘাতকদের বুককে শাট-ডাউন করে দেয়। সে সময়ের উন্নয়নের দশকের অবনতি হয়। আইয়ুব খান চলে যায়। আর এই সব কৃতিত্ব ছাত্ররাজনীতির। এরই হাত ধরে আসে একাত্তর। অপরাজেয় বাংলার এই স্থানটিতে উড়ে ওঠে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত স্বাধীনতার পতাকা। আসে সাতই মার্চ, আসে পঁচিশে মার্চ। দেশের জন্য যাঁরা প্রথম রক্ত দিয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রজ হয়ে রইল ছাত্রসমাজ। গানের কথা মনে আসে আজ। সব কটা জানালা খুলে দেব, ওরা আসবে চুপি চুপি, দেশটাকে ভালোবেসে যাঁরা দিয়ে গেল প্রাণ। আর এ সবই ছাত্ররাজনীতির ফসল। বঙ্গবন্ধুও ছাত্ররাজনীতি করেছেন, জেলে বসে বইও পড়েছেন।

আর এখন কী হয়, দলে বসে কী পড়া হয়? কতটুকু হয়? জানি না। তবে যা জানি তা ভালো লাগে না। আগে জানতাম, একতাই বল। এখন দেখি বিভক্তিই বল! একটি ছাত্র সংগঠন বিভক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের ওপর বল প্রয়োগ করছে। এটা কি আত্মহত্যা নয়? ওরা কি পাগল হয়ে গেছে? আসলে যা হয়ে গেছে তা হলো আমাদের অতীতের গৌরব, আমাদের সেই আঁধারের আলো সেই ছাত্ররাজনীতি হারিয়ে গেছে।

এটা হতে পারে। বিধাতা ছাড়া কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সভ্যতার শুরু হয় এবং শেষ হয়। সাদার মধ্যেও কালো আসতে পারে। দিনের শেষে আলোর মধ্যে আঁধার আসে। ছাত্ররাজনীতি শুরু হয়েছিল একসময়, শেষ হবে একসময়। আমাদের চারপাশে ওটা শেষ হয়ে গেছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের দিনবদল, ঊনসত্তরের দিনবদল, একাত্তরের দিনবদল—এ সবকিছুতেই ছাত্ররাজনীতির একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দিনবদলের সুযোগ এল, সেখানে কি ছাত্ররাজনীতি ছিল? ছিল না, আর এ জন্যই বলছি যে ওটা হারিয়ে গেছে। এ নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁরা অনেক সংগ্রাম করেছেন। এটা ডারউইনের স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স, সারভাইভেল ফর দ্য ফিটেস্ট। যাঁরা নিজেদের ফিটেস্ট প্রমাণ করলেন, তাঁরা ছাত্ররাজনীতি থেকে কোনো সহায়তাই নেননি। জাগ্রত জনতাই সব করেছে। জনতা জাগ্রত হলে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন হয় না।

এবারের নবম নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁরা ওটা হয়েছেন ছাত্ররাজনীতি ছাড়াই; আর যাঁরা পরাজয়ী হয়েছেন, তাঁদেরও ছাত্ররাজনীতি রক্ষা করতে পারেনি। তাহলে বিজয়ী ও বিজিত উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছাত্ররাজনীতি অপ্রয়োজনীয়, যা অপ্রয়োজনীয় তা ধরে রাখা হলো সামর্থ্যের অপচয়। আগামী দিনগুলোতে যাঁরা জয়ী হতে চাইবেন, তাঁরা সামর্থ্য সমুন্নত রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় কিছু কাঁধে নিয়ে বোঝার ভারে ক্লান্ত না হয়ে যান, সেটাই কামনা করছি।

তাহলে ছাত্ররা রাজনীতি না করলে কী করবে? পড়াশোনা করবে, ভালো মানুষ হয়ে বাবা-মাকে শান্তি দেবে, নিজের একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলবে এবং সুখী হবে। এ কাজগুলো ভালোভাবে করতে গেলে দেখা যাবে যে রাজনীতি করার সময় নেই। দেশের পেশাদার রাজনীতিবিদেরা যদি ছাত্রদের পেছন থেকে সরে আসেন তাহলে এটা সহজেই সম্ভব হয়ে যাবে। ছাত্ররাজনীতির আজ প্রয়োজন নেই। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, সব বন্ধ করে দেওয়া হোক। সরকারি দল ও বিরোধী দল উভয়ের জন্যই এটা মঙ্গল বয়ে আনবে।

তবে ছাত্ররা আন্দোলন করবে এবং সেটা কেবল ক্যাম্পাসের ভেতর। তারা আন্দোলন করবে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশের দাবিতে; সেই পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য সততা ও নিষ্ঠার যে ভূমিকা, সেটাকে তারাই প্রথমে প্রতিষ্ঠা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে; তারাই জাতির ভবিষ্যৎ।

আর বেশি কথা বলব না। শুধু একটি কথা। ১৯ জানুয়ারির *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠায় দেখলাম যে ছাত্ররা যুদ্ধে নেমেছে, নেপথ্যে হলো ১০ কোটি টাকা। এটাই হলো আলোর মধ্যে আঁধারের হাতছানি। ওটা ফিরে আসুক এটা আর চাই না।

● গালিব আহসান খান: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।